WELLAND GOULDSMITH SCHOOL, PATULI

CLASS - VIII

BENGALI 2ND LANGUAGE

SESSION - 2020 - 2021

প্রবন্ধ – ছোটনাগপুর ভ্রমণ

প্রাবন্ধিক – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিষয়বস্তু পর্যালোচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'ছোটনাগপুর ভ্রমণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের হাজারিবাগে যাওয়ার পথের বর্ণনা দিয়েছেন।

লেখক চলেছেন হাজারিবাগের উদ্দেশ্যে। প্রথমে তিনি পৌঁছালেন গিরিধি স্টেশনে। সেখান থেকে তিনি ডাক গাড়িতে করে চললেন গিরিধি ডাকবাংলায়। ডাকগাড়ি হলো মানুষে টানা গাড়ি। এতে থাকে চারটি চাকা আর তার উপর একটা খাঁচা।

ডাকবাংলার চারিদিকে ঘাসের চিহ্ন মাত্র নেই, রাঙ্গামাটির ঢেউ উঠেছে। লেখকের চোখে পড়লো একটা টাট্টু ঘোড়া গাছ তলায় বাঁধা।

গিরিধি ডাকবাংলা থেকে হাজারিবাগের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হলো। এই যাত্রাপথের বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। পাহাড়ি রাস্তা হলেও বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়। পথের আশেপাশে দু-একটা পাহাড় দেখা যায়। কোথাও সরু সরু পাম গাছ, উঁইয়ের ঢিবি, কাটাগাছের গুঁড়ি। মাঝে মাঝে পাতাহীন গাছে ঢাকা পাহাড় দেখা যায়। যেতে যেতে পড়ল বরাকর নদী। কুলিরা গাড়ি ঠেলে নদী পার করল। পথের ধারে দেখা গেল ডোবার জলে চারপাঁচটা মহিষ অর্ধেক শরীর ডুবিয়ে বসে আছে।

সন্ধ্যে হলে লেখক গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে লাগলেন। লেখক দেখলেন কোথাও কোন লোক বসতি নেই, চাষের জমি নেই, শুধু উঁচু-নিচু পৃথিবী ধূ ধূ করছে। লেখকের পাশ দিয়ে একজন পথিক ঘোড়ার পিঠে বোঝা নিয়ে চলে গেল।

সে রাতটা লেখকের কোনমতে জেগে ঘুমিয়ে কেটে গেল। পরদিন সকালে উঠে তিনি দেখলেন বা দিকে ঘন বন, তার মধ্যে দিয়ে ডাক গাড়ি যাচ্ছে। দূরে দেখা যায় পাহাড়ের নীল শিখর। সহসা গ্রাম দেখা গেল। সেখানে চাষিরা চাষ করছে।

এইভাবে বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে সেইদিন বেলা তিনটার সময় রবীন্দ্রনাথ হাজারিবাগের ডাকবাংলোয় পৌঁছলেন। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন হাজারিবাগ শহরটি অত্যন্ত পরিষ্কার। কোথাও কোন নোংরা আবর্জনা নেই। শহরটি একেবারে তকতক করছে।

WELLAND GOULDSMITH SCHOOL, PATULI
CLASS - VIII
BENGALI 2ND LANGUAGE
SESSION - 2020 - 2021
WORKSHEET

প্রবন্ধ – ছোটনাগপুর ভ্রমণ
প্রাবন্ধিক – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

1. নীচের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

ক) লেখক কখন গিরিধি স্টেশনে পৌঁছলেন ?
খ) গিরিধি থেকে হাজারিবাগ কিভাবে যেতে হয় ?
গ) গিরিধি থেকে হাজারিবাগ যাওয়ার পথে লেখক কোন্ নদী দেখেছিলেন ?
ঘ) লেখক কখন হাজারিবাগের ডাকবাংলায় এসে পৌঁছলেন ?
ঙ) হাজারিবাগ শহরটি দেখতে কেমন ?

2. বোধগম্যতার পরীক্ষামূলক প্রশ্ন :

১। “এখান থেকে ডাকগাড়িতে যাইতে হইবে।”

(ক) কোথা থেকে যেতে হবে?
(খ) কে যাবেন ?
(গ) কোথায় যাবেন ?
(ঘ) ডাকগাড়ি কি ?

২। “টানাটানি করিয়া গাড়ি এই নদীর উপর দিয়া পার করিয়া আবার রাস্তায় তুলিল।”

(ক) এখানে কোন নদীর কথা বলা হয়েছে?
(খ) কারা টানাটানি করে গাড়ি রাস্তায় তুলল ?
(গ) গিরিধির ডাকবাংলা থেকে এ নদী পর্যন্ত পথের বর্ণনা দাও।

৩। “আমরা গাড়ি হইতে নামিয়া হাঁটিয়া চলিলাম।”

(ক) আমরা কারা?
(খ) এই হাঁটা-পথের ভাষাচিত্র অঙ্কিত কর।

৪। ‘জাগিয়া উঠিয়া দেখি।”

(ক) কে, কখন জেগে উঠে কি দেখলেন নিজের ভাষায় বল।

3. ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

১। “শুষ্ক শূন্য সুবিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে সাপের মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া ছায়াহীন সুদীর্ঘ পথ
রৌদ্রে শুইয়া আছে।”

—কোন্ প্রবন্ধ থেকে গৃহীত হয়েছে? লেখক কে? লেখক এখানে পথের যে বিবরণ।
দিয়েছেন, তা নিজের কথায় বিবৃত কর।

২। “উপবাসী গাছগুলো তাহাদের শুষ্ক শীর্ণ অস্থিময় দীর্ঘ আঙ্গুল আকাশের দিকে
তুলিয়া আছে।”

—লেখক কে? প্রসঙ্গ উল্লেখ কর। লেখক গাছপালাকে কি অর্থে উপবাসী বলেছেন?
গাছের কি আঙুল আছে? লেখক শুষ্ক শীর্ণ অস্থিময়, দীর্ঘ আঙুল বলতে কি বুঝিয়েছেন? অংশটির ভাবার্থ লেখ।

৩। “এই পাহাড়গুলোকে দেখিলে মনে হয় যেন ইহারা সহস্র তীরে বিদ্ধ হইয়া ভীষ্মের
শরশয্যা হইয়াছে।”

-এখানে কোন্ পাহাড়গুলির কথা বলা হয়েছে? ভীষ্মের শরশয্যার কাহিনী কি?
পাহাড়গুলিকে ভীষ্মের শরশয্যার সঙ্গে তুলনা করে লেখক কি বুঝাতে চেয়েছেন?

4. ব্যাকরণ :

১। শব্দার্থ লেখ :
রাঙামাটির ঢেউ, গবেষণায়, কষ্টেসৃষ্টে, উপবাসী, আলস্যভরে, কটাক্ষপাত, ধূ ধূ করিতেছে, দিগদিগন্তে।

২। পদান্তর কর :
চিহ্ন, বিস্তর, দূর, শরীর, পৃথিবী, নিস্তব্ধ, কঠিন, সমুদ্র, আয়োজন, ক্ষুধিত, শাহরিক।

৩। বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :
তলায়, সম্মুখে, নিদ্রা, কঠিন, প্রশস্ত।